Eid Greetings - 2005
USTC-র সকল কাজে
নববর্ষের শুভেচ্ছা
চট্টলা
ধূমপানে বিষপান
শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধু-কন্যা ও স্নেহের হাসিনা সম্মানিত বিরোধীদলনেতা
শ্রদ্ধেয় জননেত্রী শেখ হাসিনা
জনাব নূর-ই-আলম সিদ্দিকী-কে
সাবেক এটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলাম
Professor M S Ilyas Dhami On His Birthday
জনাব এ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলামকে
মাহী বি চৌধুরী, এমপি-কে শুভেচ্ছা
অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী-কে
বিপদের দিনে পরম হিতৈষী নূর-ই-আলম সিদ্দিকী-কে
শুভ নববর্ষে
আমার ৭৬তম জন্মদিনে
প্রিয়তমা লিওনা
৪২তম বিবাহ বার্ষিকীতে (Baby) আনোয়ারা-কে
একটি শুভেচ্ছা
লিওনার আম্মা নীনার জন্মদিনে
স্নেহের ডা. লীনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা
ইফতেখার
Coxy, Tooba, Chelsea
ফারজানা কালামের বিবাহলগ্নে
রেনু, কালাম, লীনা, লিজা, আরফিন, লিমা, সীমা
স্নেহের লীনা / সাগর
লিওনা
তাহজীব ও আনজাবীন এর বিবাহে শুভেচ্ছা
প্রিয় হেলাল
নাতনী নাফিজাকে
নাতনী লিওনার প্রথম জন্মদিনে
সাব্রিনা-কে
রফিক এবং পপি-কে
সুমনের বিয়েতে
মোহাম্মদ আলী আহসান-এর শুভ আকিকায়
মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী (খোকন) ও
জাকিয়া আক্তার পপি'র বিয়েতে শুভেচ্ছাসহ
স্নেহের ভাগিনা গাজী সাইফুল আলম-কে
Prof Ilyas Dhami & Madam
৪৩তম বিবাহ বার্ষিকীতে
**জাতীয় অধ্যাপকের উদ্দেশ্যে**
হে চির স্মরণীয়
অধ্যাপক ডাক্তার নুরুল ইসলাম এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

## জাতীয় অধ্যাপক

# ডা. নুরুল ইসলামের

# কবিতা

**দ্বিতীয় খণ্ড**

জাতীয় অধ্যাপক

# ডা. নুরুল ইসলামের

# কবিতা

## দ্বিতীয় খণ্ড

এ আই ইসলাম

এম এ জব্বার

সম্পাদক

এ আই ইসলাম
বি এ (সম্মান), এম এ, এম বি এ (এক্সি)
ভাইস চেয়ারম্যান, জনসেবা ফাউন্ডেশন

এম এ জব্বার
এম এ (অর্থনীতি), এল এল বি
নির্বাহী সচিব, আধূনিক

প্রকাশনায় :
আনোয়ারা-নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
৬৩, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রথম প্রকাশনা : জানুয়ারি, ২০০৬

শুভেচ্ছা মূল্য : ১২০ টাকা
ইউ এস ডলার : ৫

কম্পিউটার ও গ্রাফিক্স ডিজাইন :
এম. বরকতুল্লাহ

মুদ্রণে :
এ্যাড রূপসী বাংলা
৩৬৫, ৩৬৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা।
ফোন ঃ ৮৬৫১৩০৬

উৎসর্গ

(গুলমেহের : ১৮৯৫-১৯৯০)

মা তোমাকেই

# দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

প্রথম প্রকাশনার পর জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের মনে-প্রাণে কি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ পাই স্বল্প সময়ে অনেক বিষয়ে তাঁর অনেক কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে। বিগত এক বছরে তার কবিতার সংখ্যা ৫০ এর কোঠায় দাঁড়ায়। কালের স্রোতে এগুলো যেন হারিয়ে না যায় আমরা সে দিকে সচেষ্ট ছিলাম বলে যতটুকু পারি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করি। বর্তমান সংস্করনের উদ্দেশ্য সম্মানিত পাঠকগনের হাতে তাঁর সব ক'টি কবিতা তুলে দেয়া ও তাঁর লেখাকে সু-পরিচিত করে তোলা। পাঠকগণ এতে উৎসাহিত হলে আমরাও অনুপ্রানিত হব। আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

এ আই ইসলাম

এম এ জব্বার

## সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| Eid Greetings - 2005 | ৯ |
| USTC-র সকল কাজে | ১০ |
| নববর্ষের শুভেচ্ছা | ১৩ |
| চট্টলা | ১৪ |
| ধূমপানে বিষপান | ১৬ |
| শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধু-কন্যা ও স্নেহের হাসিনা সম্মানিত বিরোধীদলতো | ১৮ |
| শ্রদ্ধেয় জননেত্রী শেখ হাসিনা | ১৯ |
| জনাব নূর-ই-আলম সিদ্দিকী-কে | ২০ |
| সাবেক এটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলাম | ২১ |
| Professor M S Ilyas Dhami On His Birthday | ২২ |
| জনাব এ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলাম | ২২ |
| মাহী বি চৌধুরী, এমপি-কে শুভেচ্ছা | ২৩ |
| অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী-কে | ২৪ |
| বিপদের দিনে পরম হিতৈষী নূর-ই-আলম সিদ্দিকী-কে | ২৫ |
| শুভ নববর্ষে | ২৬ |
| আমার ৭৬তম জন্মদিনে | ২৭ |
| প্রিয়তমা লিওনা | ২৮ |
| ৪২তম বিবাহ বার্ষিকীতে (Baby) আনোয়ারা-কে | ২৯ |
| একটি শুভেচ্ছা | ৩১ |
| লিওনার আম্মা নীনার জন্মদিনে | ৩৩ |
| স্নেহের ডা. লীনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা | ৩৪ |
| ইফতেখার | ৩৫ |
| Coxy, Tooba, Chelsea | ৩৬ |
| ফারজানা কালামের বিবাহলগ্নে | ৩৭ |
| রেনু, কালাম, লীনা, লিজা, আরফিন, লিমা, সীমা | ৩৯ |
| স্নেহের লীনা / সাগর | ৪০ |
| লিওনা | ৪১ |
| তাহজীব ও আনজাবীন এর বিবাহে শুভেচ্ছা | ৪২ |
| প্রিয় হেলাল | ৪৩ |
| নাতনী নাফিজাকে | ৪৪ |
| নাতনী লিওনার প্রথম জন্মদিনে | ৪৫ |
| সাব্রিনা-কে | ৪৬ |
| রফিক এবং পপি-কে | ৪৭ |
| সুমনের বিয়েতে | ৪৮ |
| মোহাম্মদ আলী আহসান-এর শুভ আকিকায় | ৫০ |
| মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী (খোকন) ও জাকিয়া আক্তার পপি'র বিয়েতে শুভেচ্ছাসহ | ৫১ |
| স্নেহের ভাগিনা গাজী সাইফুল আলম-কে | ৫২ |
| Prof Ilyas Dhami & Madam | ৫৪ |
| ৪৩তম বিবাহ বার্ষিকীতে | ৫৪ |
| **জাতীয় অধ্যাপকের উদ্দেশ্যে দুটি কবিতা ঃ** | **৫৬** |
| হে চির স্মরণীয় | |
| অধ্যাপক ডাক্তার নুরুল ইসলাম-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি | ৫৭ |

# EID Greetings-2005

To
All members of USTC Family
I send EID Greetings Heartily
Let us all work Most Sincerely
Remove our Differences Fully
Make USTC a Happly Family.

30 October 2005.

Professor Nurul Islam is the Founder and the Vice Chancellor of the USTC, sposored by the Janasheba Foundation of which he is also the Founder and Chairman. The USTC is the first technical private university in the country established under the Private University Act 1992. His love for the USTC has been relfected through this peom. As there are several hundred foreign students, this is writeen in English.

# USTC-র সকল কাজে

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CHITTAGONG

ছোট একটি টিন শেডে যাত্রা শুরু যবে
অনেকের ধারণা ছিল এর কিইবা হবে।
গোটা বিয়াল্লিশ ছাত্র ছিল, ছিল না অনেক কিছু
কেউ কেউ বলেছিল এসব হবে মিছু।

মায়ের দোয়ায় আমার মনে সাহস ছিল বেশ
বলি আমি যাত্রার যখন শুরু আছে, তার আছে শেষ।
বছর বছর বাড়তে থাকে সুনাম দেশ-বিদেশে
স্বীকৃতি পাইতে থাকি একের পর এক
ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে, আসে অনেক দেশ।

Gulmeher Hall

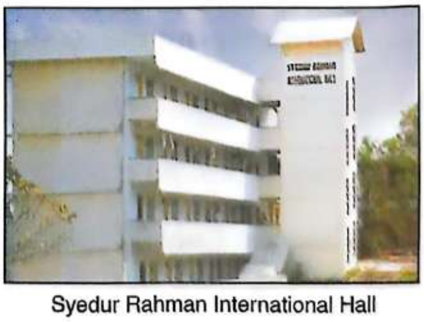

Syedur Rahman International Hall



কবিতা

সব বিচারে শ্রেষ্ঠ এখন আমার শিক্ষালয়
সবাই বলে ইউএসটিসি'র তুলনা নাহি হয়।
কিছু কিছু লোক আছে হিংসায় জ্বলে যায়
কিন্তু তারা সৃষ্টিকর্তার কৃপা নাহি পায়।

স্বপ্ন আমার সফল আজি সত্যি হল সব
চারদিকে মুখরিত শিষ্য-কলরব।
ছোটখাটো দুর্ঘটনা যখন তখন দেখি
বিচলিত না হয়ে আমি হই মুখোমুখি।
বিপদে জানি আমি খোদা মেহেরবান
সৎকাজে সবসময় আসে পরিত্রাণ।

৩য় দফা পাবার কালে অপচেষ্টা চলে
অনেক লোকের অশেষ দোয়া ছিল মোর কপালে
দাগ দিতে পারেনি কেউ আমার কপালে।
নতুন দফা পাবার পরে সবাই হাত বাড়ায়
প্রশংসা আর স্তুতি বাক্যে সবার মন জুড়ায়।

ভাবি আমি বিচলিত হবার কিছুই নাই
সবার দোয়ায় ভর করে মনে শান্তি পাই।
সবার কাছে দোয়া মাগি ইউএসটিসি'র তরে
আমি যেন জয়ী হই আগামী সমরে।

কারো মনে আঘাত দিলে আমি মাফ চাই
ইউএসটিসি'র সকল কাজে যেন সবে পাই।

৮ জুন ২০০৫

Central Library

ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে পর পর তিন বার নিয়োগপ্রাপ্তি বিরল। তাছাড়া অধ্যাপক ইসলামের বয়স ছিল ৭০-এর উর্ধ্বে। এ সমস্ত কারণে অনেকে বিশ্বাস করতে পারেনি ৩য় দফা তিনি নিযুক্তি পাবেন। এ সম্মানিত পদের লোভে কিংবা তাঁর কঠোর শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে ভেবেছিলেন ইউএসটিসি'র পরিবেশ নষ্ট করতে পারলে তাঁর নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং বর্তমান সরকার বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই টিকে থাকলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে স্বল্প সময়ে তাঁর নিযুক্তি মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে চূড়ান্ত হলে উচ্চাভিলাষী অনেকে হতবাক হলেও তিনি (অধ্যাপক ইসলাম) সকলের প্রতি নমনীয় ভাব পোষণ করেন এবং সকলের সহযোগিতার ইউএসটিসি'র উন্নতি কামনা করেন। এ সফলতার নেপথ্যে তিনি মনে করেন দুটি প্রধান শক্তি ছিল। এক. খোদার রহমত। দুই. মায়ের দোয়া।

# নববর্ষের শুভেচ্ছা

নববর্ষের প্রথম দিনে
সুখে থাক শান্ত মনে।
সবার তরে মনেপ্রাণে
আমার দোয়া রয়।

মোদের গড়া ইউএসটিসি
যেন সুখের হয়।
সবাই একটি পরিবার
এ হউক পরিচয়।

অতীতের সব গ্লানি
ধুয়ে মুছে যাক।
লক্ষ আশা বুকে নিয়ে
এসো হে বৈশাখ।

১লা বৈশাখ ১৪১২

ইউএসটিসি'র সমৃদ্ধি এবং সুন্দর ও শান্ত একাডেমিক পরিবেশ কামনা করে নববর্ষলগ্নে এ কবিতাটি লেখা। ইউএসটিসি'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করে।

# চট্টলা

সুরূপা চট্টলা আমার শহর
মোহাম্মদপুর আমার গ্রাম
যতবার আমি যত দেশে যাই
মনে গেঁথে রাখি তোমার নাম।

বহু আনাগোনা অগণিত লোক মাঝে
অনেকে জানিতে চায়
আমি কে, কি করি, আমি কোথাকার...
গর্ব করে বলতে পারি আমি চট্টলার।

অনেক বীর জন্ম দিয়েছে এ দেশ
অনেকে গিয়েছে হাসি
স্বাধীনতার সূর্য এখানে উদিল সবার আগে
বীর সন্তানের বজ্রকণ্ঠ এখনো কানেতে বাজে।

এখানে যত ভালবাসা আছে প্রাণভরা যত গান
যে দিকে তাকাই শুধু দেখি আমি তোমার রক্তটান।
আজিকে এখানে যাহা দেখিলাম বলিবার কিছু নাই
বিনিময়ে এর দিব কি আমার তা কিছু জানা নাই।

বুকভরা তাই ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতা আজিকে সবারে জানাই।
এ স্মৃতি মলিন হবে না কখনো হারাবার কিছু নয়
সমুজ্জ্বল হয়ে থাক, না হউক বিলয়।

১৫ জানুয়ারী ২০০৪

ভারত থেকে **চিকিৎসারত্ন** পুরস্কার লাভ করার পর চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত মোজাফরাবাদ গ্রামে লেখককে সংবর্ধনা দেয়া হয়। চট্টগ্রামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ লেখক কবিতার মাধ্যমে তাঁর ভাব প্রকাশ করেছেন।

# ধূমপানে বিষপান

ওগো ধূমপান-
আজ তুমি এনে দিলে
বিরল সম্মান।
সুবিচারে তুমি নও
তবুও মহীয়ান
লক্ষ-কোটি জীবনের
করে অবসান।

ধূমপানে বিষপান
জানে সর্বজন
এই বিষপান করিলে
নিশ্চিত মরণ।
মানবসমাজ তাই ক্ষুব্ধ
এই বিষপানে
সকলে শান্তি চায় এর অবসানে।

আজকের এই শুভ দিনে
এ শুভেচ্ছা রয়
তামাকমুক্ত বিশ্ব যেন
বিপদমুক্ত হয়।

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
আমরা সবাই ভাই।
তামাকমুক্ত বিশ্ব যেন আমরা দেখতে পাই।

৩১ মে ২০০৫ ইং

ধূমপানে বিষপান, আধূনিকের এ শ্লোগান, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত। আধূনিকের মাধ্যমে ধূমপান বিরোধী আন্দোলনে *লেখকের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের বিশেষ পদক পান ২০০৫ সালে*। ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে এ কবিতা লেখা।

## শ্রদ্ধেয়
## বঙ্গবন্ধু-কন্যা ও
## স্নেহের হাসিনা
## সম্মানিত বিরোধীদলনেতা

খোদা মেহেরবান
বেঁচে থাকার কথা নয়
তিনিই রক্ষা করছেন আপনাকে
সকলের জন্য, জনগণের কল্যাণে
সকলের ভালবাসা এবং জনগণের দোয়ায়।

হাজার শোকর
গণ-মাধ্যম যা করতো না
বা করতে পারেনি
জনগণ যা পারতো না
শত্রুরা তা অনিচ্ছাকৃতভাবে করে দিয়েছে
সারা দুনিয়ায় খবর
ঘৃণা এবং উদ্বেগ তারই প্রমাণ।

পৃথিবী জেনেছে দেশ কোথায় যাচ্ছে
দুর্বৃত্তরা জেনেছে তারা কত দুর্বল
সরকার জেনেছে কোথায় তাদের অবস্থান
রক্ষাকারী এ দেশ রক্ষা করুক, আমিন।

২৫ আগস্ট ২০০৪ ইং

# শ্রদ্ধেয় জননেত্রী শেখ হাসিনা

রাজনৈতিক বেড়াজালে সময় এবং বিবেকের সাথে
সংগতি রেখে স্বাধীনতা-বিরোধী দখলদার বাহিনীর
দোসরদের সম্বন্ধে আপনার সাহসী মন্তব্য আমাদের
উৎসাহিত করেছে। এটিএন-এর মাধ্যমে এর সম্প্রচার
সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করুক।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীরা সম্মানের আসনে
অধিষ্ঠিত হউক, দূষিত আবহাওয়া পরিচ্ছন্ন হউক,
জনগণ নিরাপদ থাকুক - এ প্রত্যয় নিয়ে আপনার
অগ্রগতির প্রত্যাশা সফল হউক।

তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হবার অপূর্ব সুযোগ হয় লেখকের। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যথিত হৃদয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে লেখা এ কবিতা।

# জনাব নূর-ই-আলম সিদ্দিকী-কে

USTC 'র বিপদের দিনে তব অবদান
আমার স্মৃতিতে কভু হবে নাকো ম্লান।
উত্তপ্ত গর্জনে সেদিন তব অভিমান
ভরা ছিল মমতায় নহে অপমান।
অকৃত্রিম ভালবাসার সে ছিল প্রমাণ
আমাকে ভর্ৎসনায় ছিল তব অভিমান।

হেথা হোথা নানাজনের নানা কথা শুনি
আপনাকে চিনি বলে তাহা নাহি মানি।
আপনার প্রিয়তম USTC জানি
আপনার বিচ্ছিন্ন হবার কথা নাহি মানি।

ঈদের উপহারে সব পুড়ে হল ছাই
পবিত্র এ শুভ দিনে তাই দোয়া চাই।

৩১ অক্টোবর ২০০৫ ইং

কয়েকদিন আগে USTC নিয়ে জনাব সিদ্দিকী খুবই রাগ দেখিয়ে বেশকিছুক্ষণ নানা কঠোর মন্তব্য করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কছেদের ইঙ্গিত দেন। তবুও ঈদের কয়েকদিন আগে তিনি অন্যবারের মতোই কিছু উপহার পাঠান। এটাকে লক্ষ্য করে এই কবিতা। ঈদের দিন ছিল ৪ নভেম্বর ২০০৫।

# সাবেক এটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলাম

সত্য যেখানে ভুলুণ্ঠিত মিথ্যার আঁধারে
সততা যেখানে পরাজিত শঠতার অবিচারে
বিচার যেখানে সম্বলহীন আইনের ব্যবহারে
তুমি দেখাইলে অসীম সাহস ছেড়ে চাকরির লোভ
ক্ষমতাকে তুমি পদদলি দিয়ে দেখাইলে মনের ক্ষোভ।

আইনের জগতে আমি আজ দেখি দুটি সম্মানিত নাম
তাঁরা আমার আপনজন ইশতিয়াক আর ইসলাম
টাকার হিসাব করিনি কখনো দাবি-দাওয়া কিছু নাই
এ অসামান্য অবদানের তুলনা কোথাও নাই
লেনদেনের হিসাব আছে ভক্তি শ্রদ্ধার নাই
সামান্য উপহারে তাই আজিকে শ্রদ্ধা জানাই
খুশীমনে তুলে নেবেন সালাম জানাই।

৯ জানুয়ারী ২০০৫ ইং
সিঙ্গাপুর

আইন জগতে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ সুনামের অধিকারী এ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলাম। তাঁর সততা সন্দেহের উর্ধ্বে। অতুলনীয় ক্ষমতার লোভ এড়িয়ে ন্যায় বিচারের স্বার্থে তিনি এটার্নি জেনারেলের মত সম্মানিত পদ থেকে বিনা দ্বিধায় অব্যাহতি নেন। লেখক তাঁর বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই মামলা পরিচালনা করেন স্বনামধন্য প্রয়াত ব্যারিস্টার আইন জগতের উজ্জ্বল তারকা সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ; মাহমুদুল ইসলাম ছিলেন তাঁর শক্তিশালী সহকারী। প্রতিটি আইনী মামলায় মাহমুদুল ইসলাম অকপটে সাহায্য করেন। মামলার পারিশ্রমিক নিতেও তাঁর আপত্তি। এমন ঘটনা বিরল। এ কারণে তাঁর এ অবদান লেখকের নিকট বিরল ও তুলনাবিহীন।

# PROFESSOR M S ILYAS DHAMI ON HIS BIRTHDAY

ALL THAT COULD WISH YOU
ALL THAT I COULD SAY
HELP TO MAKE YOU HAPPY
ON YOUR AUSPICIOUS BIRTHDAY.
BE HAPPY AND GAY
FOR MANY SUCH RETURNS
I SINCERELY PRAY.

## জনাব এ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলামকে

আইনের জগতে আজ তব অবদান
দিতে কেহ পারিবে না তাহার সমান
আপনার ভক্তি সম কেহ নাহি জানি
দয়া করে হাতে নেন নগণ্য এ লেখনি।

৪ মে ২০০৪ ইং

# মাহী বি চৌধুরী, এমপি-কে শুভেচ্ছা

বিকল্প ধারার বিকল্প নাই
তোমার জয়ে প্রমাণ পাই
দুর্ভোগের আর শেষ নাই
আমরা সবাই শান্তি চাই।

ডুবছি মোরা সবাই আজি
বিশাল অন্ধকারে
মোদের মুক্ত কর তুমি
বাবার অঙ্গীকারে।

ফেলে আসা দিনগুলোতে
করেছো প্রমাণ
তোমাতে সম্ভব হবে
এ কাজ মহান।

৬ জুন ২০০৪ ইং

মাহী বি চৌধুরী সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সন্তান। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতি পদ থেকে বিদায় নেবার পর স্বভাবতই মাহী বি চৌধুরী নানা প্রতিকূল পরিবেশে সাহসের সাথে নির্বাচনের সম্মুখীন হন এবং জয়ী হন। ৬ জুন ২০০৪ এটিএন বাংলায় এই সংবাদ প্রচারের পর লেখকের প্রতিক্রিয়া এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

# অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী-কে

ইংরেজির শিক্ষক আপনি বড় গুণবান
বাংলায় পরিচয় দিলে হবে অপমান
এ কথা বলেছেন গুণী আকরম খান।

বিয়ের সূত্রে আপনি আমার বড় মেহমান
রমজানের ঈদে তাই করিতে প্রমাণ
নগণ্য এক উপহার গলায় দিতে দড়ি [১]
খোলামনে তুলে নেবেন শোকর গুজারি।

৫ নভেম্বর ২০০৫ ইং

অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বিশ্ববিখ্যাত অক্সন-এর ইংরেজীতে এম এ। বিবাহ সম্পর্কে তিনি শ্যালক। আকরাম খান বলেছিলেন শ্যালক না বলে Brother in Law বললে আপত্তি থাকবে না।

১. গলায় দড়ি বলতে লেখক necktie বুঝিয়েছেন।

# বিপদের দিনে পরম হিতৈষী
# নূর-ই-আলম সিদ্দিকী-কে

সুখের আশায় জীবন হলেও দুঃখ সেথা রয়
সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণে জীবন পরিচয়।

চাকুরিহারা বন্ধুবিহীন যখন ছিলাম একা
এমন দিনেও হাত বাড়ায়ে গভীর রাতে দেখা।
আইনের আশ্রয় নিতে হলে যা কিছু দরকার
মুক্ত হাতে দিতে তুমি করলে অঙ্গীকার।

এসব কথা ভুলবার নয় জীবনেও নয়
অকৃত্রিম এ ভালবাসায় তোমার পরিচয়।
এ জীবনে আমার আর কিছু চাহিবার নাই
তোমাতেই শক্তি মোর সবকিছু পাই।

বিপদ কেটেছে অনেক সবার দোয়াতে
তোমার অবস্থান সেথা প্রথম সারিতে।

খোদার রহমতের নাইক সীমানা
চিরদিন সুখে থাক এ করি কামনা
তুমি আরও সুখী হও এ মোর বাসনা।

১ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং

জনাব নূর-ই-আলম সিদ্দিকী লেখকের অন্যতম শুভাকাংখী। তিনি বিশিষ্ট ছাত্রনেতা, বাগ্মিতায় সুপরিচিত এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদ। তিনিই একমাত্র ব্যাক্তি লেখকের বাধ্যতামূলক অবসরে বিচলিত হয়েছিলেন এবং মামলা পরিচালনার জন্য সকল সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, রাতের অন্ধকারে দেখা করেছিলেন। ইউএসটিসি'র শুরু থেকে এ পর্যন্ত তিনি সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ লেখকের এ কবিতা।

## শুভ নববর্ষে

অতীত উজ্জ্বল দিন শুধু জেগে থাক
দুঃখ-কষ্ট-গ্লানি সব ধুয়ে মুছে যাক
সুখের সূচনা করুক পহেলা বৈশাখ।

১লা বৈশাখ ১৪১১ বাংলা

জনাব এম সাইফুর রহমান, মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী-কে

# আমার ৭৬তম জন্মদিনে

আজকে আমার জন্মদিনে এ মহৎ অনুষ্ঠানে,
আমি বড় ভাগ্যবান, তোদের মহৎ প্রাণ।
মোদের পেশা রোগীর সেবা কষ্টের অবসান।
এমন সুযোগ আর কোথাও নেই খোদা মেহেরবান।
সেবার মনে তোমরা সবাই এসে
সদলবলে দিনভর কাজ করে
প্রমাণ করে দিলে, সেবা নিয়ে
দিন কাটবে, বাড়বে পেশার মান,
ধনী গরিব মোদের কাছে
সবাই সমান।
এ শহরবাসী মনে প্রাণে
করবে শোকর গুজার,
সবার তরে খোলা রবে বেহেস্তের দুয়ার।

২৮ এপ্রিল ২০০৫ ইং

১ এপ্রিল ১৯২৮ কবির জন্ম। ২০০৫ সালে তাঁর ৭৬তম জন্মদিনে লেখা। সবাই মিলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আয়োজনে মুগ্ধ হয়ে এ কবিতাটি লেখা।

# প্রিয়তমা লিওনা

যখন তোমায় ঐ চন্দ্রমুখে 'নানা' বলতে শুনি
এ দুনিয়ায় অন্য-কেহ সমান নাহি মানি।

তোমার প্রতি পদক্ষেপে জীবন দেখতে পাই।
তোমার চেয়ে ভালবাসার আর যেন কেউ নাই।

পবিত্র এ রমজানেতে খোদার রহম চাই
জনম ভরে আমি যেন তোমার সঙ্গ পাই।

বাবা মায়ের দোয়া যেন পাও জীবন ভরে
তোমার নানার অশেষ দোয়া থাকুক তোমার তরে।

১২ অক্টোবর ২০০৫ ইং

কনিষ্ঠ মেয়ে ডা. নীনার প্রথম সন্তান লিওনা, সকলের আদরের। জন্ম তার ১২ জুলাই ২০০৪ ইং। এখন একটু একটু কথা বলে ও একটু একটু দৌড়ায়। তাকে উদ্দেশ্য করে এ কবিতা লেখা।

# ৪২তম বিবাহ বার্ষিকীতে (Baby) আনোয়ারা-কে

এক দুই তিন চার
এমনিতে পর পর
চলে গেছে কেমন করে
বিয়াল্লিশটি বছর।

সেদিনের সুন্দরী
Baby নামধারী
এখন হয়েছে বুড়ি
হাসিমাখা নারী।

তবুও তোমাতে দেখি
আমার প্রেয়সী
স্নেহ আর ভালবাসায়
এক অনিন্দ্য সুন্দরী।

এতকাল পরে বদলে গেছে
জীবনের ধারা
লিওনাসহ নাতনীদের আগমনে
নতুন ইশারা।

এরা সবাই ঘুরে ফিরে
আমার চারদিকে
অনেক অনেক কথা
বলে হাসি মুখে।

এরা সবে থেকে যাবে
নিজ নিজ স্থানে
তোমার আসন জেনো আনু
আমার হৃদয় কোণে।

ভয় নাই প্রিয়া মোর
যতই বুড়ো হবে
আমার মনের মণিকোঠায়
তোমার আসন রবে।

২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং

আনোয়ারা লেখকের প্রিয়তমা স্ত্রী, ডাক নাম বেবী। বিবাহের দীর্ঘ বছর অতিক্রম হলেও তাঁদের মাঝে ভালবাসা এখনও অটুট। স্ত্রীকে লেখা এ কবিতায় তা ফুটে উঠেছে।



কবিতা

# একটি শুভেচ্ছা

দীনা, ইফতেখার ও নীনা-কে

তোমার জন্মেতে হল খুশী পরিবার
যুদ্ধকালে জন্ম বলে নাম ইফতেখার।
বুকভরা আশা ছিল তোমার উপরে
শিক্ষাকালের ফলাফলে তা যায় দ্বিগুণ বেড়ে।
ইস্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয় সবকিছুতেই প্রথম
এমনি করে প্রমাণ দিলে তুমি সর্বোত্তম
দিনে দিনে বেড়ে গেছে কল্পনার স্বপন।
আবার যখন ফিরে এলে আমার দফতরে
নিরাশার আশা এল সবার অন্তরে।
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কেহ নাহি রবে
আমাকেও ছাড়তে হবে এ মর ভুবন।
খোদার রহমতে আর আম্মার দোয়ায়
যা কিছু করেছি আমি অনেকে না পারে
আমার গড়া ইউএসটিসি দুনিয়াতে জানা
এটাকে টিকানো হোক তোমার সাধনা।

আমি যখন রহিব না এই দুনিয়ায়
অনেকে আসিবে কাছে নানা বাহানায়
স্তুতিবাক্য শুনাইবে মনের কথা নয়
তোমার সম্পদে তাদের দৃষ্টি শুধু রয়।
আমি যাহা দিয়ে গেলাম তোমাদের তরে
বুক বেঁধে নিতে হবে আপন অন্তরে।
মনে রেখো আল্লাহতা'লা শ্রেষ্ঠ মেহেরবান
সকল বিপদে তিনি নিজ হাত বাড়ান।
এগিয়ে চল মনে-প্রাণে এই দোয়া করি
বিপদে হয়ো না পিছু আল্লাহকে স্মরি
দীনা-নীনা-ইফতেখার তোমরা তিন জন
মিলেমিশে থাকবে যেন এক মায়ের সন্তান
এইভাবে সমস্যার হবে সমাধান।
সুখী হবে তোমরা সবাই জুড়াবে পরাণ
মনে রেখো আল্লাহ মোদের বড় মেহেরবান।

২১ অক্টোবর ২০০৫ ইং

ইফতেখার লেখকের একমাত্র ছেলে (ইউএসটিসি'র উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান জনসেবা ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান)। বড় মেয়ে দীনা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার এবং এমবিএ। কনিষ্ঠ মেয়ে নীনা ডাক্তার। তাদেরকে উপদেশ দিয়ে এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দোয়া কামনা করে এ কবিতাটি লেখা।

## লিওনার আম্মা নীনার জন্মদিনে

আজকে তোমার জন্মদিনে
তুমি মহীয়ান
লিউনার আগমন নিয়ামতে বহমান।
আগামী দিনগুলো সুখী যেন হয়
আজিকে আমার থেকে সেই দোয়া রয়।

২৪ শে জানুয়ারী, ২০০৫

কনিষ্ঠ মেয়ে ডা. নীনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে এ কবিতা লেখা।

# স্নেহের ডা. লীনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা

তোমার শুভ জন্মদিনে
সামান্য উপহার
আদর করে হাতে নিও
না হয়ে বেজার।

জেনে রেখো প্রতিদিন
আমার কামনা
যুগে যুগে সুখে থাক
তোমরা দুজনা ।

০৭ মার্চ ২০০৫ ইং

আবুল কালামের প্রথম কন্যা ও লেখকের নাতনী লীনা।
তাকে উদ্দেশ্য করে তার জন্মদিনে লেখকের শুভেচ্ছা।

# ইফতেখার

জীবনে মরণ আছে সবাই সত্য জানে
তবুও কেমন যেন কেহ নাহি মানে।

আমার জীবন যাবে এটা সত্য খাঁটি
আমি গেলে তুমি হবে পরিবারের লাঠি।

পরিবারে তোমার চাইতে বেশি শক্তিমান
দুনিয়াতে নহে কিছু না চেয়ো প্রমাণ।

তোমার সুখেতে মোরা শান্তি খুঁজে পাই
সংসার সুখের হউক এতটুকু চাই।
দোয়া করি হাত তুলে ওগো দয়াময়
আমার ছেলের সারা জীবন যেন সুখের হয়।

২১ অক্টোবর ২০০৫

আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম লেখকের একমাত্র ছেলে। লেখাপড়ায় সবার উপরে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। জনসেবা ফাউন্ডেশনের তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি (ভাইস চেয়ারম্যান) ও লেখক চেয়ারম্যান ভবিষ্যতে তাঁকে সকল কর্মভার গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে এ কবিতা।

COXY, TOOBA, CHELSEA
YOU THREE ARE MY DEAR
COXY WHEREVER YOU ARE
YOU ARE NEAR.
AND MY DEAR
COME BACK SOON
AS A SHINING MOON
FUTURE IS YOURS
AND HAPPINESS OURS.

2 July 2004

কক্সী, তুবা, চেলসী ইঞ্জিনিয়ার ফিরোজের মেয়ে। কক্সী এখন আমেরিকায়। পড়াশুনায় বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। কবিতাটি বিশেষ করে তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

# ফারজানা কালামের বিবাহলগ্নে

প্রবল প্লাবন যবে সবারে ডুবায়
উত্তাল তরঙ্গ যবে সবারে কাঁপায়
রাজপথ জনপথ সব ডুবে যায়
তুমি ঠিক করিয়াছো আসন অন্তরে
একদিন ডুবে যাবে প্রেমের সাগরে
সবকিছু ভুলে তাই ডুবিলে 'সাগরে'।

সময়ে সর্বজনে ভুলে যাবে জেনো
তুমি যে আমার প্রিয় এ কথাটি মেনো।

আগামী সকল দিন তোমাদের তরে
সুফল বহিয়া আনুক সবার অন্তরে
তব মাতা স্বপ্নদেবী মহিলা মহান
সবাই তাহার কাছে আপন ও সমান।
সবে মিলে দোয়া করি তোমাদের তরে
আগামী দিনের কথা রাখিও অন্তরে।

ইউএসটিসি চেয়ে রবে তোমাদের দিকে
প্রবল দায়িত্ব নিও সুখে আর দুখে।
আমি হয়ত চলে যাব তোমরা রহিবে
আমি যাহা পারি নাই তোমরা করিবে
বুক ভরা আশা নিয়ে আমি চলে যাই।
তোদের অন্তরে যেন শুধু ঠাঁই পাই।

২১ আগষ্ট ২০০৪ ইং

ভাইপো কালামের বড় কন্যা ফারজানা কালাম, ডাকনাম লীনা।
তার বিবাহ লগ্নে এ কবিতা লেখা।

# রেনু, কালাম, লীনা, লিজা, আরফিন, লিমা, সীমা

এবারের রমজান এনেছে সম্মান
মাঝখানে উঠেছিল কিছু অপমান।

খোদার রহমত আর তোমাদের দোয়ায়
কেটে গেছে সবকিছু সকলে পালায়।

চিরসত্য আবারও করিল প্রমাণ
মিথ্যার পরাজয় করে মহীয়ান।

দোয়া কর যেন থাকি সুখে
'আলহামদুলিল্লাহ' কথা সদা রাখ মুখে।

এবার সবার ঈদ যেন কাটে অনেক সুখে
দোয়া করি তোমরা যেন থাক সদা সুখে।

২৫ অক্টোবর ২০০৫ ইং

আবুল কালাম লেখকের ভাইপো, রেনু তাঁর স্ত্রী। তাঁদের চার মেয়ে লীনা, লিজা, লিমা, সীমা ও একমাত্র ছেলে আরফিন। ঈদ উপলক্ষ্যে তাঁদেরকে দেয়া শুভেচ্ছাবাণী।

# স্নেহের লীনা / সাগর

আজ দু'জনা পা দিয়েছ নতুন সংসারে
যেখানে থাক না কেন রবে মোর অন্তরে।

তোমাদের সুখে আমি মনে শান্তি পাই
পবিত্র ঈদের দিনে এ দোয়া জানাই।

সদা তোমরা ডুবে থাক সুখের সাগরে
এই দোয়া সব সময় তোমাদের তরে।

২৯ অক্টোবর ২০০৫ ইং

ডা. লীনা লেখকের নাতনী। ভাইপো আবুল কালামের মেয়ে।
স্বামীর নাম সাগর। তাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে লেখা।

# লিওনা

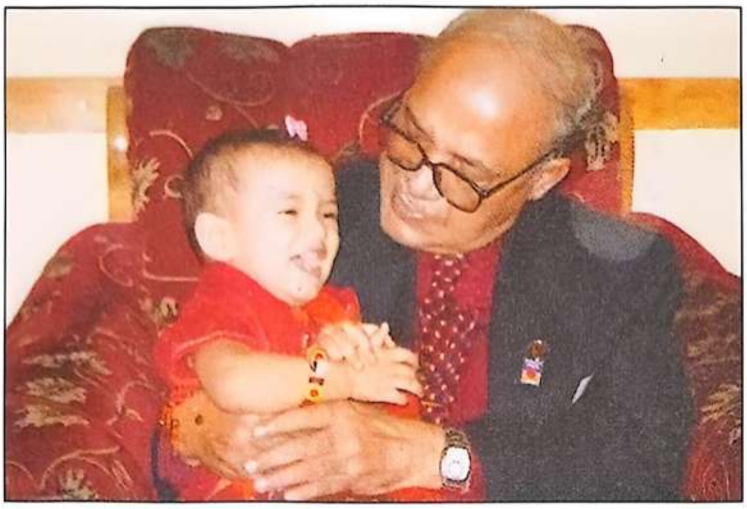

হাল সালের ১২ই জুলাই তব আগমনে
খুশীর জোয়ার পরিবারে সবার মনে প্রাণে
হাজার শোকর চেহারাতে তোর তুলনা নাই
চাঁদের সাথে চারদিকেতে মিল দেখতে পাই।
তব মাতা নীনা আজ গর্বে বলীয়ান
তুমি ছাড়া আর কেহ নহেক সমান
এ নামে মিল পেয়ে আমি দিলাম লিওনা
আশা করি এতে তোদের নাইক কোন মানা।
এই নাম আমি জানি নীনার কাছে শ্রেয়
সবাই জানুক আজকে তুমি আমার কত প্রিয়
সবাই তবে এই নামটি গ্রহণ করে নিও।

জন্ম - ১২ জুলাই ২০০৪ ইং, বিকেল ৭টা (সোমবার)

অধ্যাপক সৈয়দ ইরশাদ আলী
এফআরসিওজি, এফসিপিএস
(সিজার)

# তাহজীব ও আনজাবীন এর বিবাহে শুভেচ্ছা

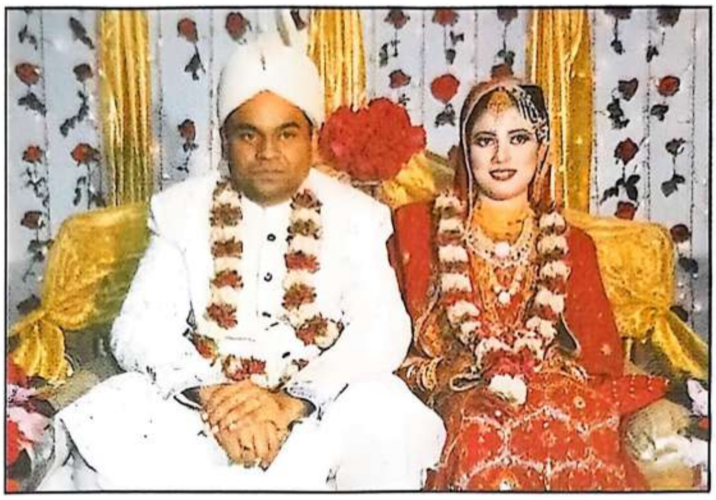

"তোমাদের এই নতুন জীবন আনুক বিজয় সুখ
মা-বাবার ঘুচে যাক অতীতের সব দুখ।

তোমরা দুজন সুখে থাক আগামীতে প্রতিদিন
দোয়া করি সুখী হও থেকে অমলিন।

সিদ্দিকীর সুনাম বাড়াও তোমরা দুজনা
আমার অন্তর থেকে এ রহে কামনা।"

১৮ জানুয়ারী ২০০৫ ইং

লেখকের অন্যতম শুভাকাংখী ও বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব নূর-ই-আলম সিদ্দিকীর ছেলে তাহজীব। তাঁর বিবাহলগ্নে তাঁকে ও কনেকে শুভেচ্ছো জানিয়ে এ কবিতা লেখা।

# প্রিয় হেলাল

আজকে তোমার সুখের দিনে
আমি রইলাম দূরে
তোমার পিতা আমার প্রিয়
এ আমার অন্তরে।

বীর চট্টলার মন্ত্রী অনেক
সবাই সমান নয়
আমার কাছে সবচে প্রিয়
মীর নাসিরুদ্দীন রয়।

শ্বশুরবাড়ি শ্রেষ্ঠ তোমার
এ কথাটি জানি
তোমার জীবন সুখী  হবে
এ তার হাতছানি।

দোয়া করি হাত তুলে
ওগো দয়াময়
এই যুগল জীবনভর
যেন সুখে রয়।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ইং

বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের ছেলে ব্যারিষ্টার হেলাল।
তাঁর বিবাহ লগ্নে এ কবিতাটি লেখা।

# নাতনী নাফিজাকে

পিতৃহারা নিলু আমার আপন মেয়ের মত,
সারা জীবন সুখে থাকুক দোয়া অবিরত।
আগামী দিন সুখের হউক নাফিজার জীবনে
এই দোয়া করি আমি বিবাহের দিনে।

৭ মে ২০০৪ ইং

বড়ভাই মো. আসহাব-এর মেয়ে নীলুর কনিষ্ঠ মেয়ে নাফিজা।
তার বিবাহ উপলক্ষে দোয়া জানিয়ে এ কবিতাটি।

# স্নেহের আজিজাকে

স্নেহের আজিজা তোমার ভক্তি-ভরা প্রাণ,
আমাকে দিয়েছো তুমি পিতার সম্মান।
পরম সুখেতে থাক তোমরা দুজনা
জীবন সুখের হউক এ মম কামনা।

৪ মে ২০০৪ ইং

স্নেহের আজিজাকে তার বিবাহ উপলক্ষে এ কবিতা।

# নাতনী
# লিওনার প্রথম জন্মদিনে

তোমার প্রথম জন্মদিনে
আমার দোয়া রয়
সারা জীবন তোমার যেন
পরম সুখের হয়।

তোমার আম্মা গর্বে ভরা
টাকার পাহাড় করে
হাজার টাকার কেক কাটবে
পরম খুশির ঘোরে।

তোমার সকল জন্মদিনে
যেন এমন হয়
রাসেল, নীনা আর তোমার তরে
লক্ষ দোয়া রয়।

১২ জুলাই ২০০৫ইং

রাসেল ও নীনার মেয়ে লিওনা। তার প্রথম জন্মদিনে দোয়া জানিয়ে এ কবিতাটি লেখা।

# সাব্রিনা-কে

আমার নাতনী সাব্রিনা তুমি আমায় চিনলে না
আমায় হয়তো ভুলে যাবে তোমায় আমি ভুলব না।

জানি তুমি চলে যাবে দূরে বহু দূরে
তবুও রহিবে তুমি আমার অন্তরে।

চিরকাল সুখে থাক এই দোয়া রয়
করুণাময়ের করুণা যেন তব সঙ্গী হয়।

৩১ অক্টোবর ২০০৫ ইং

বাল্যকালের বিশেষ বন্ধু চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এবং অধ্যাপক আবদুল অদুদের মেয়ে সাব্রিনা। লেখকের অতি প্রিয় এবং অদুদ পরিবারের মধ্যমণি। কিছুদিন পর স্বামীর সাথে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৭ নভেম্বর ২০০৫ ঢাকা ত্যাগ করেন।

# রফিক এবং পপি-কে

এসেছে নতুন প্রাণ
নব আশা নিয়া
অতীতের সব কিছু
যাও ভুলিয়া
জীবন তোমার যেন
অতি সুখের হয়
আমার অন্তর থেকে এই দোয়া রয়।

২০ জুলাই ২০০৫ ইং
বিকেল ৭টা বুধবার

ইঞ্জিনিয়ার মো. রফিকুল হাসান ও পপির প্রথম সন্তান মোহাম্মদ আলী আহসান-এর জন্মদিনে তাঁদের জন্য দোয়া কামনা করে এ কবিতাটি লেখা হয়েছে।

# সুমনের বিয়েতে

ছোট্ট বেলায় বাবা মারা যান
দুঃখ তাতে নাই
বাবার মত আসহাব ছিল
আমার বড় ভাই।

নীলু তাহার ছোট মেয়ে
আদরেতে গড়া
অল্পতে সে রেগে যেত
মেজাজ ছিল কড়া।

তার জঠরে জন্ম নিয়ে
তুমি আজ ডাক্তার
নীলুর লাগি আজকে
এটা বড় উপহার।

মায়ের কথায় হিসেব করে
পাত্রী বেছে নিলে
গুণবতী ডাক্তার নাজনীন
এবার আসল তোমার কোলে।

সুখে থাক তোমরা দুজন
অনাগত দিনে
এই দোয়া করি আজকে
আমি মনে প্রাণে।

২৮ জানুয়ারী, ২০০৫ ইং

নীলু লেখকের পিতৃতুল্য বড়ভাই আসহাবের মেয়ে। সুমন (ইমরান রহমান) নীলুর ২য় সন্তান। ইউএসটিসিতে ২০০৪ সালে এমবিবিএস পাশ করে। ২৮ শে জানুয়ারী ২০০৫ সালে তার বিয়ে হয়। লেখকের এই কবিতা সুমনের বিয়েতে।

# মোহাম্মদ আলী আহসান-এর শুভ আকিকায়

গরিবের এ অনুদান শত দোয়া মাখা
তুচ্ছ মনে করিও না এ নহে তামাশা।
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অনেক দোয়া রয়
তোমার জীবন যেন সুখী হয়।
আজিকার নেতা মোর আলী আহসান
আশিষে ডুবায়ে রাখ খোদা মেহেরবান।

৬ নভেম্বর ২০০৫

ইঞ্জিনিয়ার মো. রফিকুল হাসান ও পপির ছেলে মো. আলী আহসান।
তার শুভ আকিকায় আল্লাহর কাছে দোয়া কামনা করে এই কবিতাটি লেখা।

# মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী (খোকন)
# ও
# জাকিয়া আক্তার পপি'র বিয়েতে
# শুভেচ্ছাসহ

'আজ তোমাদের বিয়ের দিনে অনেক দোয়া রয়
তোমাদের নতুন জীবন যেন সুখের হয়।
দোয়া করি মনে প্রাণে জব্বার চেয়ারম্যানে
তিনি যেন শান্তি পান নিজের জীবনে।'

জোয়ারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুল জব্বারের ছেলে খোকন।
তার বিয়েতে দোয়া জানিয়ে এ কবিতা লেখা।

# স্নেহের ভাগিনা গাজী সাইফুল আলম-কে

'এই দিন দিন নয় আরও দিন আছে
এই দিনকে নিয়ে যাবো সেদিনের কাছে।'
কথাগুলো তোমার মুখে বেজেছে সেদিন
আমার গড়া USTC যেদিন সঙ্গীহীন।

ছোট্ট একটা টিনের ঘরে যখন জন্ম হয়
ভবিষ্যতে দিনগুলি মোর ছিল সুখময়।
মনে বড় আশা ছিল যেমন সবার থাকে
কিছু লোকের ইচ্ছা ছিল ফেলিব বিপাকে।

যারা আমার সাথে ছিল খেয়েছে লাঞ্ছনা
তোমার ইমান ছিল বলে করনি বঞ্চনা।

আজকে আমার USTC সম্মানের আসনে
শত্রু-মিত্র সবাই আজি এ কথাটি জানে।
স্বপ্ন তোমার সত্যি হল খুশি হও সাইফুল
সেদিনের কথায় তোমার ছিল নাহি ভুল।
ইমানের তেজ আছে ইহা শক্তিমান
তোমার কথাতে তাই হইল প্রমাণ।

২৪ জানুয়ারী, ২০০৫

সাইফুল লেখকের অন্যতম শুভাকাংখী। ইউএসটিসি'র গুলমেহের হলের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনকালে তার বিশেষ অবদান স্মরণ করতে গিয়ে কবিতাটি লেখা হয়েছে।

## Prof IIyas Dhami & Madam:

The East is East
The West is West
And the twin shall never meet.

You have disproved this
By coming together
And I pray for your pleasure for Ever.

May Allah make you happy and gay
This is what I pray on this day.
23 Novembver 2005

## ৪৩ তম বিবাহ বার্ষিকীতে

২৬ ডিসেম্বর ২০০৫

এক নয় দুই নয়
নহে দশ বিশ

ধীরে ধীরে চলে গেল
বছর ৪৩

কেক তৈরী Coxy Tooba

এক নয় দুই নয় নহে দশ বিশ
ধীরে ধীরে চলে গেল বছর তেতাল্লিশ।
আমার জীবনে তুমি এসেছিলে যবে
ভাবনায় কূল পাইনি কত কিইবা হবে।

এতকাল চলে গেছে সুখময় দিন
আজও তুমি রয়ে গেলে তুলনাবিহীন।
আগামীতে তুমি রবে অতীতের মত
বিবাহ বার্ষিকীতে তাই আশা শত শত।

খোদা তুমি মেহেরবান দয়ার সীমা নাই
ভবিষ্যৎতের দিনগুলোতেও তোমার রহম চাই।

*জাতীয় অধ্যাপকের উদ্দ্যেশ্যে লেখা ॥*

## হে চির স্মরণীয়

তুমি যে জ্যোতির্ময়
জ্ঞানের আলোক।
নও শুধু চিকিৎসক-
অনন্য তুমি এক বাংলাদেশের
অতুলনীয় বহুদিক প্রতিভা,
অসংখ্য নক্ষত্র মাঝে
তুলনাবিহীন এক তারার ঝলক।

বৈশাখ প্রতিবার ফিরে ফিরে আসে
বারবার পৃথিবীতে আসে না এমন
তোমার মত আলোকিত গুণীজন।

জাতীয় প্রফেসর ডঃ নুরুল ইসলাম
১৪১২-র নব প্রভাতে তোমাকে সালাম।

তোমার আদর্শই হোক বরণীয়
তোমার কীর্তি হোক চিরস্মরণীয়।

মৌ

১৪১২ বঙ্গাব্দ

আপনার স্নেহধন্য
আজমিরি মুত্তাকীন মৌ
এস এস সি পরীক্ষার্থী (২০০৫)
বি-৩/ও, টি টি সি স্টাফ কোয়ার্টার
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, মিরপুর।
মোবাইল : ০১৮৮০২৭৪০৫

সময় ............
পুরনো
অভিজ্ঞতায়
নতুন পথচলা
নতুন ভঙ্গিমায়
পুরনো কথা বলা।
- মৌ
১লা বৈশাখ ১৪১২

# জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার নুরুল ইসলাম-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

"জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার নুরুল ইসলাম
কি গাহিব আমি ওগো তোমার জয়গান।"

"তোমার মত ক্ষণজন্মা বাংলাদেশের বড় পাওনা
তাইতো তোমার নামের ডঙ্কা সাড়াটা জাহান,
ইউ.এস.টি.সি. প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এন ইসলাম।"

"ইউ.এস.টি.সি. প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করলে দেশের মাঝে
এই দেশের মানুষের মাঝে তুমি মহীয়ান,
ইউ.এস.টি.সি. প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এন ইসলাম।"

"বিজয়ের এই দিনে শ্রদ্ধা জানাই তোমার পানে
বঙ্গবন্ধুর সৈনিক তুমি বাংলাদেশের মান,
ইউ.এস.টি.সি. প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এন ইসলাম।"

"সিরাজের এই মিনতি, রাখলাম আল্লাহ তোমার প্রতি
শত বৎসর হায়াত আল্লাহ তাঁকে কর দান,
ইউ.এস.টি.সি. প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এন ইসলাম।"

১৬ই ডিসেম্বর ২০০৫-এর বিজয় দিবসে, ইউ.এস.টি.সি র প্রতিষ্ঠাতা ভি.সি. জাতীয় অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডাক্তার নুরুল ইসলাম সাহেবের করকোমলে স্নেহভাজন মোঃ সিরাজুল মোস্তফা।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের

# জীবন বৃত্তান্ত

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম এ দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা-বিদ্যাপীঠ আই.পি.জি.এম.আর. এর রূপকার বা ফাউন্ডিং ফাদার হিসেবেই কেবল নন, অসামান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও তৃতীয় বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয় ঔষধ নীতির অন্যতম স্রষ্টা হিসেবেও বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী। কর্তব্যানুরাগ তাঁকে শুধু মহান মানুষে পরিণত করেনি, গত পাঁচ দশকের সাধনা ও ত্যাগ তাঁকে গড়ে তুলছে এক প্রতিষ্ঠানে। তাঁর চিকিৎসা, সংস্পর্শ, জনভাষণ, গবেষণা ও প্রশাসন এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বাইরে দূর গাঁয়ে জনজীবনে তাঁর মিশে যাবার দিকগুলো লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। মাওলানা ভাসানীর অন্তিম দিনগুলো কেটেছে তাঁরই কাছে। ১৯৮৯ সনে বঙ্গভবনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করার কথা প্রেসিডেন্ট এরশাদ উচ্চারণ করেছেন এ ব্যক্তিত্বকে কাছে রেখে। জন্ম তাঁর ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল, চট্টগ্রামে। মা বেগম গুলমেহের তাঁর জীবনে অপরিমেয় প্রভাব রেখেছেন। বাবার নাম সৈয়দুর রহমান। তাঁর দু'মেয়ের নাম দীনা ও নীনা ইসলাম, এক পুত্র আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম। আনোয়ার ইসলাম তাঁর সহধর্মিণী। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ১৯৫১-র এম.বি.বি.এস. প্রফেসর ইসলাম বিলাতের ওয়েলস ভার্সিটির টি.ডি.ডি.তে, প্রথম স্থান অধিকার করার পাঁচ মাসের ব্যবধানে প্রথম পরীক্ষাতেই এম.আর.সি.পি. (এডিন) হয়েছিলেন '৫৬ সনে। ঢাকা, মিটফোর্ড এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপনার পর '৬৩ সালে আবার তিনি যান বিলেতে এবার নাফিল্ড ফেলোশীপে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। এখানে যকৃৎ রোগের উপর তাঁর ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়। ব্রিটিশ সাময়িকী তাঁকে অভিহিত করেছে আই.পি.জি.এম.আর.এর ফাউন্ডিং ফাদার বলে। '৬৫ থেকে '৮৭র ৩১ শে মার্চ জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তাঁর হাতে। লন্ডন রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস '৬৭ তে বিনা পরীক্ষায় এম.আর.সি.পি. ডিগ্রি দিয়েছে তাঁকে। এ অঞ্চলে এ বিরল সম্মান এটাই ছিল প্রথম। আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শতেক গবেষণা নিবন্ধ। একাডেমী অব সায়েন্সের স্বর্ণপদক বিজয়ী এ চিকিৎসা বিজ্ঞানী '৬৩র প্রেসিডেন্ট পদক, '৮৫র কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্বর্ণপদক, '৭০-এর সিতারা-ইইমতিয়াজ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৯০ এবং ১৯৯২-এর স্মারক স্বর্ণপদক, দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ভারতের গোল্ডেন গ্রাহক সেবা পদক এবং পাকিস্তানের মদিনাতুল হিকমতের ওসিকা-এ-আতরাফ ও মহাত্মা এম কে গান্ধী অহিংস শান্তি পুরষ্কার, নরওয়ে সহ বহু পদক অর্জন করেছেন। এসবের মধ্যে ইবনে সিনা পদক ১৯৯৫, বি.সি.রায় স্বর্ণপদক ২০০০, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সমাজ সেবা পদক ২০০০, ধূমপান মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালকের বিশেষ সম্মাননা-২০০৫ এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিজ্ঞান বইবর্ষ-২০০৬ পদক উলেখযোগ্য। ২০০০ সালে তিনি সম্মানসূচক ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্বনন্দিত 'আধুনিক', আই.এ.এইচ.এস. এবং ইউ.এস.টি.সি.র (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের) তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামিক মেডিকেল মিশন তাঁরই সৃষ্টি। মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, জাতীয় এইডস কমিটি, জনসংখ্যা কাউন্সিল, বার্ডেম ন্যাশনাল কাউন্সিল, একডেমী অব সায়েন্সেস, জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত। বাংলায় তাঁর পুস্তক 'পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ', গ্রন্থ 'প্রেসক্রিপশন', 'কিছু ভাবনা' ও ইংরেজীতে 'মেডিকেল ডায়েগনসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট' ও 'সামথটস্' আন্তর্জাতিক ভাবে সমাদৃত। সু-লেখক, অমায়িক ও জনসেবক এ চিকিৎসক বিভিন্ন রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকসহ অজস্র পেশার মানুষ ও সর্বসাধারণের কছে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। জাতীয় অধ্যাপক ইসলাম আজও এ দেশের সর্বস্তরের আর্ত মানুষের কাছে নিজেকে হাজির করেছেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অক্লান্ত সমাজসেবী রূপে।

ISBN : 984-32-2942-7